মানুষ চাই না পাথর চাই

জসিম মল্লিক

১.

জীবনে আনন্দময় মুহূর্তগুলো যে ক্ষনে ক্ষনে আসবে তাতো আর নয়! আনন্দ আর বেদনার অনুভূতিগুলো মস্তিষ্কের একই কোষে বিরাজমান হওয়া সত্বেও কখনও কখনও মনে হতেই পারে যে আনন্দের মহুর্তগুলো বড্ড ক্ষনস্থায়ী। আর বেদনার রাত্রিগুলো যেনো ফুরোতেই চায় না! বেদনাগুলো জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে বসে থাকে। যে মানুষটি অর্হনিশ বেদনায় আক্রান্ত তার কষ্টগুলো হৃদয়ঙ্গম করার মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে বড়ই অল্প। ’কে হায় হৃদয় খুড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে’! তবুও জীবনে দুঃখ বার বার হানা দেয়। এটা ঠিক যে জীবনে অর্নিবচনীয় সুখ বা দঃখ বলে কিছু নেই। জীবনটা হচ্ছে এই দুইয়ের মিশ্রন। রাত ছাড়া কী দিনের আলো ভাল লাগে! অন্ধকার ছাড়া সূর্য? তেমনি দুঃখ আছে বলেই সুখের অনুভূতিগুলো এতো আনন্দময়। জীবন থেকে কেউই দঃখ কুড়োতে চায় না, এটাই হচ্ছে মানুষের সীমাবদ্ধতা; চায় না বলেই যখন অনিবার্য দুঃখ এসে কড়া নাড়ে তখন কষ্টে মুহ্যমান হয়ে পড়ে, নীল হয়ে যায় বেদনায়। প্রলম্বিত দুঃখের রাত্রিগুলো র্নিঘুম পার করে আর কেঁদে কেঁদে চোখে ঘা বানিয়ে ফেলে। এই জীবনে মানুষ হয়ে জন্মানো সত্যি আনন্দের। একমাত্র মানুষই তার অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারে। ভালবাসতে পারে। ভালবেসে কাছে টেনে টেনে নিতে পারে। জীবনকে করে তুলতে পারে স্বর্গীয়। আবার এই মানুষই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়। দুঃখ বেদনায় নীল হয়ে যায়। এটাই মানুষের নিয়তি। এ থেকে পরিত্রানের উপায় বড় নেই।

আমি যখন খুউব একা হয়ে যাই তখন মানুষের এইসব নিয়তি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। বস্তুতঃ আমি একাকী একজন মানুষ। আমার চারিদিকে যা কিছু দেখি তার কিছুই আমার মনে হয় না। এমনকি নিজেকেও আমার নিজের মনে হয় না। নিজেকে মনে হয় একজন ভিন গ্রহের কিম্ভুত কেউ। এই যে সংসার সংসার খেলা, বন্ধু বন্ধু, প্রেম প্রেম, এ সব কিছুই একটা মরীচিকা, ’আশার ছলনে ভুলি’। বাস্তবে আসলে এসব কিছু কি আছে! পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। এই যে সুখ-সাফল্য লাভের জন্য মানুষের এত দৌড়ঝাপ, এত জীবন ফেনানো! সুখের জন্য কিনা করে মানুষ! একটু ভালবাসার জন্য, একটু অনুকম্পা লাভের জন্য কত কথার ফুলঝুড়ি সাজায়, কত আশ্বাস, কত বিশ্বাস, কত আশেষ, প্রেমের গভীর মিলনে কত আবেগের ছড়াছড়ি। শেষ পর্যন্ত কী থাকে জীবনে! কিছু কী থাকে!! প্রেম শেষে উচ্ছিষ্টের মতো আচরন করি না আমরা! ভালবাসার বিপরীতে তখন

প্রবল ঘৃনা এসে হানা মারে! কোথায় হারিয়ে যায় সব আবেগের ফল্গুধারা! কেনো ভেঙ্গ যায় স্বপ্ন আর প্রতিশ্রুতিগুলো!

২.

আমি এসব কথা কারো সাথে শেয়ার করি না। এসব কথা কেউ শুনবেও না। আমি আসলে বক্তাও নই। মানুষের সান্নিধ্যে থেকে আমার বলার কোনো কথাও থাকে না। অন্য সবাইকে দেখি কী চমৎকার তাদের অভিব্যক্তি। কত তাদের প্রজ্ঞা। কত বাজ্ঞি। কত ধুর্ত। আনন্দের অভিব্যক্তিতে তাদের মুখাবয়ব চক চক করে। কেউ যখন কখনও আমার কাছে জানতে চায় 'কেমন চলছে'! তখন আমি মহা ভাপড়ে পড়ে যাই। প্রশ্নটা ছোট হলেও কোনো যেনো মনে হয় এর উত্তরটা অনেক বড় হওয়ার কথা। তখনই আমি চুপসে যাই। ভোম্বল ভোম্বল লাগে। তখন আমি নিজেকে রক্ষার জন্য শুধু একটু হাসি।

যে কোনো আলোচনার টেবিলে আমার মতো ভাল শ্রোতা আর নেই। আমি মুগ্ধ হয়ে মানুষের ঠোঁটের নড়া চড়া দেখি। সবার কথা মন্ত্রমুগ্ধেও মতো শুনতে শুনতে আমার যে টুকু কথা আছে তাও হারিয়ে যায়। মানুষ যে কথা কয় সেটা দুনিয়ার এক আত্যাশ্চর্য জিনিস। মনের মধ্যে ভাবের যেসব গ্যাঁজলা ওঠে সেগুলো এই যে দিব্যি ভাষায় ভেসে ওঠে, ভাবলে ভারী অবাক লাগে। কথা জিনিসটা যে কে আবিষ্কার করেছিল কে জানে! ভারী ভাল জিনিস। চারপাশে যেসব কথা টথা হয় সেগুলোর বেশির ভাগই অবশ্য আগড়ম বাগড়ম। তবে তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ দুচারটে কথা খচ করে মনের মধ্যে গেঁথে যায়। দোকানপাটে, রাস্তায় ঘাটে, চেনা অচেনা লোকের কথা মন দিয়ে শোনার মতো। যদিও বেশিরভাগই ফেলে দিতে হয়, দুটো চারটে থাকে, ভদ্রলোক হোক বা ছোটলোক, লেখাপড়া জানা বা মুখ্য-সুখ্যই হোক এক একজন এমন মোক্ষম কথা বলে বসে যে আক্কেল গুরুম হয়ে যায়। কথা তো নয়, যেনো কুন্ডুল।

৩.

আমি কথা বলি আমার নিজের সাথে। নিজের সাথে আমার চমৎকার বোঝাপড়া। পথ চলতে চলতে অনর্গল কথা বলে যাই। আমিই আমার শ্রোতা। নিজেই নিজের কথায় হাসি আবার নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করি। ভুল ত্রুটিগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। এভাবেই আমি বেঁচে থাকি। কোলাহলপূর্ণ মানুষদের কাছ থেকে দুরে। নির্জনে বেঁচে থাকি। আগের দিনে যেমন মানুষ নির্জনতার সন্ধানে গুহায় চলে যেতো। গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। মানুষের বার্ধক্য ও জ্বরা, মৃত্যু দর্শনে তাঁর

মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহনের উদ্দেশ্য কী? আমাদের জন্ম কি বার্ধক্য পাবার জন্যে, অসুস্থতা ভোগ করে মৃত্যুতে গত হবার জন্যে? পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কী?

বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোজেক আইওয়া। এক নিমন্ত্রণে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা গেলো তাঁর ঘরগুলো সব পাথরে ভর্তি। টুকরো টুকরো পাথর। নানা রঙের পাথর। বিচিত্র রকমের পাথর। ছড়ানো ছিটানো রয়েছে চারিদিকে। শুধু পাথর আর পাথর। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে দামী যে পাথর তারও নিদর্শন সেখানে আছে; সাগর তীরের নুড়ি তারও নিদর্শন সেখানে আছে। এর উপর তার কবিতার বইও আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এতে তিনি কি আনন্দ পান। তিনি জানালেন, 'সবচেয়ে নির্জন হলো পাথর আর মানুষ সবচেয়ে কোলাহলমুখর। পাথর যেহেতু নির্জন সেহেতু পাথর কী বলতে চায় আমরা জানি না। পাথর আমাদের দিকে তাকায়, পাথর স্তব্দ হয়ে থাকে। সে স্তব্দতার মাঝেও যেন সব কথা পুঞ্জিভুত হয়ে আছে। অসম্ভব নীল একটি পাথর দেখলে কি মনে হয় না যে এর মধ্যে পৃথিবীর আনন্দ, উচ্ছলতা একেবারে জমাট বেঁধে আছে? অথবা একটি লাল পাথরের মাঝেও কি আবেগ ও উত্তেজনার সংক্রমন লক্ষ্য করা যায় না? এই কারণে আমি পাথর সংগ্রহ করেছি পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে।'

jasim.mallik@gmail.com

Toronto